কীটতত্ত্ব শাখা প্রযুক্তি-৩

১) প্রযুক্তির নামঃ	স্পেন্ট (ব্যবহৃত চা পাতি) টি দ্বারা পাটের হলুদ মাকড় দমন।
২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	ছবি: হলুদ মাকড় দ্বারা আক্রান্ত পাট পাতা প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ ১। সহজ প্রাপ্যতা ২। ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ ৩। পরিবেশ বান্ধব
৩) প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ ৪) মাঠ পর্যায়ের জগাঃ	8 । উক্ত দমন পদ্ধতি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ✓ বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় সেখানেই এই প্রযুক্তি খুবই উপযোগী। স্পেন্ট টি সকল অঞ্চলে সহজেই পাওয়া যায় তাই হলুদ মাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক মাকড়নাশক ব্যবহার না করেও শুকনা স্পেন্ট টি এর নির্যাস দিয়ে হলুদ মাকড় দমনে খুবই কার্যকরী। ✓ স্পেন্ট টি এর নির্যাস হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচি পাতার উল্টোদিকে সরাসরি স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ✓ এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়ে না। ✓ এই প্রেযুক্তি গ্রহনের ক্ষেত্রে কৃষকের কোন ফুঁকি নাই।
৪) মাঠ পর্যায়ের তথ্যঃ	শ্রেক টি এর নির্যাস প্রস্তুত প্রণালীঃ চা স্টল হতে ব্যবহৃত চায়ের গুড়া সংগ্রহ করে ব্যয়িত চায়ের নির্যাস তৈরী করতে হবে। ব্যবহৃত চায়ের গুড়া ও পানি ১:২০ অনুপাতে (১০০ গ্রাম পাউডার ২ লিটার পানিতে) ভালোভাবে মিশিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং পরে সুতি কাপড় দ্বারা ছেকে নিয়ে নির্যাস আলাদা করে ফেলতে হবে। উক্ত নির্যাসকৃত পানি হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচি পাতার উল্টোদিকে সরাসরি ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

	ছবি: স্পেন্ট টি এর নির্যাস ও বীজ স্পেন্ট টি সংগ্রহ ও নির্যাস তৈরির খরচ: নির্যাস তৈরির শ্রমিক মজুরি (১জন) = ৬০০/- স্প্রে প্রথম বার (২ জন) = ১,২০০/-
	স্প্রে দ্বিতীয় বার (২জন) = ১,২০০/-
	শোট = ৩,০০০/- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৭ মণ বেশি ফলন পাওয়া যায় যার বর্তমান মূল্য =২,৮০০ × ৭ = ১৯,৬০০/- প্রতি হেক্টরে লাভ = (১৯,৬০০- ৩,০০০) = ১৬,৬০০/-
৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	১:২০ অনুপাতে (১০০ গ্রাম পাউডার ২ লিটার পানিতে) তৈরি স্পেন্ট টি এর ব্যবহার করে প্রায় ৬৮ ভাগ হলুদ মাকড় আক্রমণ কমে যায় এবং পাটের আঁশের ফলন প্রায় ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।